

গাইবান্ধায় প্রায় ১হাজার বানভাসি পরিবারের মাঝে বাসমাহ ফাউন্ডেশন



উত্তরাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও রেশ কাটেনি বন্যার, এ বছর গাইবান্ধায় প্রায় প্রতিটি উপজেলাই বন্যার পানি প্রবেশ করে কয়েক লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী ছিলো। এখনও নতুন নতুন গ্রাম পানি চুকে মানুষ পানিবন্দী হচ্ছে। বানভাসি মানুষজন গরু, ছাগল, হাস, মুরগী নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছে। ভেসে গেছে বিস্তীর্ণ এলাকার ফসলি জমি, সবজি ক্ষেত, পুকুরের মাছ, তলিয়ে যাচ্ছে রাস্তা ঘাট ও হাট বাজার। এমন ভয়াবহ বন্যায় ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, অসহায় হচ্ছে বানভাসি মানুষের সংখ্যা। মহামারী করোনা ভাইরাস আর ভয়াবহ বন্যা সব কিছু তছনছ করে দিয়েছে। অনেকেই বাড়ি ঘর ছেড়ে উঁচু স্থানে বাঁধের পাশে আশ্রয় নিলেও অনাহারে অর্ধাহারে মানবেতর জীবন যাপন করছে। ত্রাণের জন্য হাহাকার করছে বানভাসি মানুষ। বাসমাহ ভলান্টিয়ার টিম গিয়েছিলো গাইবান্ধার একটি দুর্গম চরে,

যেখানে কোনো যানবাহন পৌঁছানোর উপায় নেই। আমাদের টিম উপহার সামগ্রী নিয়ে পায়ে হেঁটে উঁচু নীচু বাঁধ অতিক্রম করে, নীচু জমির কাঁদা মারিয়ে, নৌকাযোগে নদী পেরিয়ে স্পটে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে গিয়েছেন, চরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা নেমে আসে। আমরা চেয়েছি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যারা নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন তারা যেন তার প্রাপ্য উপহারটুকু বুঝে পায়। স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না এ মানুষগুলো কতোটা দুর্দশা ও নিদারুণ কষ্টে দিনাতিপাত করছেন। হাড্ডিসার মানুষগুলোর হাতে কিছু খাদ্য সামগ্রী তুলে দিতে আমরাও মনোকষ্টে ভুগছিলাম। কিন্তু বাস্তবতা হলো আমাদের সামর্থ্য নেই তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করার। বাসমাহ প্রায় ১হাজার পরিবারের কাছে খাদ্যসামগ্রী তুলে দিয়েছে আমরা আশাবাদী এই সামান্য খাদ্যসামগ্রীতে মানবেতর জীবন যাপন করা কিছু মানুষের অনু কষ্ট দূর হবে।

গত ৮ ও ১০ অক্টোবর
গাইবান্ধার দুটি থানায়
বন্যার্তদের মাঝে খাদ্য
সামগ্রী বিতরণ।



বাসমাহ ফাউন্ডেশনের সম্মুখ যোদ্ধা মরহুম রহমাতুল্লাহ রহঃ
সাহেবের পরিবারের নিকট নগত অর্থ হস্তান্তর।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন জনাব মরহুম রহমাতুল্লাহ সাহেব। পরিবারে ভরণ পোষণের কেউ নেই। এগিয়ে এসেছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। বাসমাহ ফাউন্ডেশনের সাথে দীর্ঘদিন তিনি কাজ করেছেন। কখনো ভলান্টিয়ার হিসেবে কখনো বা একনিষ্ট কর্মী হিসেবে।

দীর্ঘ চার মাস যাবত বাসমাহ ফাউন্ডেশন সহযোগীতা করে যাচ্ছে এই সম্মুখ যোদ্ধার পরিবারকে। নগদ অর্থসহ বিভিন্ন সরঞ্জামাদি প্রদানের মধ্য দিয়ে পরিবারটিকে আগলে রেখেছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। এভাবে সহযোগীতার হাত যেনো দয়াময় জারি রাখেন।



বাসমাহ এছোর গতি-অগ্রগতি



গত জুলাই (২০২০) মাসে বাসমাহ ফাউন্ডেশন একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছিল, যার নাম ছিল ;

"বাসমাহ তরুণ আলেম প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান"

আলহামদুলিলাহ পরম দয়াময়ের অশেষ মেহেরবানী-তে বাসমাহ ফাউন্ডেশন সে প্রকল্পের কাজ শুরু করে দিয়েছে এবং এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে সে প্রকল্পের আওতায় কয়েকটি বিষয়ের উপর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যেখানে খাসির খামার, হাসের খামার, মুরগির খামার, সবজী বাগান রয়েছে। তরুণদের উৎসাহ দিতে ও সফল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে এবং দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে বাসমাহ একটি যুগান্তকারী ও যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাসমাহ ফাউন্ডেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক জনাব মীর সাখাওয়াত হোসাইন বলেন, বাসমাহ এছোর মাধ্যমে আমরা দেশ ও দেশের মানুষের জন্য অন্যরকম কিছু করতে চাই!

যা অদূর ভবিষ্যতে বাংলার কর্মোদ্যোগী, স্বল্পআয়ের আলেমদের গড়ে তুলবে সাবলম্বীদের কাতারে।



সোনারগাঁয়ে ১০হাজার অসহায় পরিবারের মাঝে বাসমাহ ফাউন্ডেশন-এর ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ



নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ থানাধীন প্রতিটি ইউনিয়নে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করে বাসমাহ। এলাকাটি শহরের অতি নিকটে হলেও সামর্থহীন বহু মানুষ এখানে কোনো মতো দু'মুঠো খাবার খেয়েই জীবন যাপন করেন। বর্তমান এই সংকটে এখানকার হতদরিদ্র মানুষের অবস্থার কথা বিবেচনা করে গরিব, অসহায় ও হতদরিদ্র এসব মানুষের পাশে দাঁড়াতে ছুটে গিয়েছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। আলহামদুলিলাহ অক্টোবর মাসে প্রায় ১০হাজার পরিবারে চাল-ডাল ও সুরক্ষা সামগ্রী সাবান প্রদান করা হয়েছে।

সোনারগাঁয়ে ইতোপূর্বে প্রতিটি ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে কয়েক হাজার পরিবারে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছে বাসমাহ।

মানবেতর জীবন-যাবন করা এসব মানুষের পাশে দাঁড়াতে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছে বাসমাহ



খুলনার কয়রাতে

আম্ফান ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় কবলিত
৩শতাধিক পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী প্রদান।

একদিকে করোনার প্রাদুর্ভাব জীবন নিত্যদিনের খাবারের যোগান সেখানে যেখানে থমকে গেছে ঠিক তখন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে,এমতাবস্থায় ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ও বন্যায় তাদের পাশে দাঁড়াতে ছুটে গিয়েছে কেড়ে নিয়েছে নিজেদের থাকার বাসমাহ ফাউন্ডেশন। খুলনায় ৩শত- জায়গাটুকুও উপকূলীয় এ অধিক পরিবারে ১৫ দিনের মানুষগুলোর জীবনযাত্রা যেনও নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে একেবারেই থমকে গেছে, রাস্তার দিতে ঘরে ঘরে গিয়ে লিস্ট করে তা উপর অস্থায়ী ছনের ঘর নির্মাণ করে তাদের হাতে পৌঁছে দেয় আমাদের বসবাস করছেন তারা, মানুষের স্বেচ্ছাসেবী টিম।



টেকনাফ রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে অবিরাম স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে যাচ্ছে বাসমাহ মেডিকেল টিম

সপ্তাহে প্রতিদিন সকাল থেকে করোনার এই প্রাদুর্ভাবেও যারা বিকাল অসহায় মানুষের মাঝে ভয়কে জয় করে চিকিৎসা সেবায় বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ সাহসের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে, দেয়ার পাশাপাশি চলছে নিয়মিত সেই সব চিকিৎসা যোদ্ধাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক কাউন্সিলিং। কৃতজ্ঞতা কাতারে শামিল হতে পেরে বাসমাহ সকল দাতাদের যাদের সহযোগিতা- মেডিকেল টিম গর্বিত ও আনন্দিত! য় হাজার হাজার অসহায় মানুষ এভাবেই চিকিৎসা সেবায় রেখে স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে উপকৃত হচ্ছে। চলছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন।



শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে নদী বেষ্টিত দুর্গম চরে বাসমাহর নতুন পাঠশালা

সায়দাবাদ একটি জনবহুল এলাকা। শিক্ষার আলো ছড়াতে নেই কোনো স্কুল। শত শত শিশু মাছ শিকার কিংবা কৃষি কাজ করেই বেড়ে উঠছে বছরের পর বছর। বাসমাহ ফাউন্ডেশন অবহেলিত এই চরের শিশুদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে পৌঁছে গেছে। জরুরী ভিত্তিতে নির্মাণ করেছে একটি স্কুল। জাল এবং কাচির পরিবর্তে শিশুদের হাতে তুলে দিয়েছে বই-খাতা-আর কলম। প্রজন্মের পর প্রজন্ম শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে বেড়ে উঠবে আগামী দিনের এই সম্ভাবনাময় শিশুরা। এভাবেই বাসমাহ ফাউন্ডেশন অবহেলিত, সুবিধা বঞ্চিত এবং ছিন্নমূল শিশুদের মাঝে শিক্ষার আলো বিতরণ করে যাচ্ছে। আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাদের দাতা বাসমাহ ইউএসএ-এর সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জনাব মীর হোসাইন স্যার এবং বাসমাহ ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সকল স্যারদের যারা অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বাসমাহ ফাউন্ডেশন কে সম্মুখপানে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।



অক্টোবর মাসে শহরের বিভিন্নস্থানে প্রস্তুতকৃত খাবার বিতরণ করছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন



শহরের এতিমখানায় অন্যরকম আয়োজনের মধ্যে দিয়ে অক্টোবর মাসে খাবার বিতরণ শুরু করে বাসমাহ, প্রতিনয়িত শহরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুধার্ত পথশিশু ও বৃদ্ধদের মাঝে পুষ্টিকর খাবার পৌঁছে দিচ্ছে বাসমাহ ভলান্টিয়ার টিম। ছিন্‌মূল মানুষ যারা খাসি কিংবা গরুর গোস্ট দিয়ে খাবার খেতে পারে না, তাদের খালায় নিয়মিত প্রস্তুতকৃত খাবার পৌঁছে দিচ্ছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। অক্টোবর মাসে ঢাকার মোহাম্মদপুর, ভাট-ারা, কামরাসীরচর, গুলিস্তান, চানখারপুল সহ বিভিন্ন স্থানে অসহায়, নিরন্ন মানুষের কাছে খাবার পৌঁছে দেন। এভাবেই অসহায় মানুষের পাশে থেকে ধারাবাহিকভাবে খাবার বিতরণ করে যাবে বাসমাহ ফাউন্ডেশন।



খুলনায় বাসমাহ ফাউন্ডেশনের গৃহ-নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু..



খুলনায় আফ্রানে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বাসমাহ ফাউন্ডেশন গৃহ-নির্মাণ প্রকল্প নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে। আফ্রানের তাড়বে যে সমস্ত অসহায় মানুষগুলো ঘর-বাড়ি হারিয়ে সড়ক পাড়ে বসবাস করছে কিংবা যারা এখনো ছনপাতায় নির্মিত ঘরগুলোতে বসবাস করছে তাদেরকে বাসমাহ ফাউন্ডেশন গৃহ নির্মাণ করে দেয়ার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এলাকাগুলোয় অতি দ্রুত ঘর বাড়ি মেরামত এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট, নিরাপদ পানি প্রয়োজন। আফ্রানে এসব অসহায় মানুষের পাশে ইতিপূর্বেও ত্রাণ সামগ্রী তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলো। গত ২৫ অক্টোবর থেকে গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের



অসচ্ছল এবং বিধবা নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে কাজ করছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন

বাসমাহ ফাউন্ডেশন দরিদ্র, অসচ্ছল, বিধবা এবং কর্মজীবী নারীদের কর্মসংস্থান তৈরীতে দীর্ঘদিন যাবত কাজ করে যাচ্ছে। বাসমাহ ফাউন্ডেশন সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে। ইতোপূর্বে বাসমাহ ফাউন্ডেশন কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, সিরাজগঞ্জ, টেকনাফসহ ইত্যাদি জেলা গুলোতে নারীদের কর্মসংস্থান তৈরীতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে শরনাথী শিবির এবং ময়মনসিংহ জেলাতে এই সেলাই মেশিন প্রকল্পটি চলমান রয়েছে।



যোগাযোগ

Phone: +8801709-258625
basmahfoundation@gmail.com

fb.com/basmahfoundation
http://www.basmah-bd.org

সাদিপুর, বড়নগর, সোনারগাঁ,
নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

